দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ: 04 JUN 2016
পৃষ্ঠা: [illegible] কলাম: [illegible]

রাজশাহীতে ‘বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার’ নির্মাণের অপেক্ষা

[illegible]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে জমি বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই নির্দেশনা মোতাবেক জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে এক হাজার টাকা প্রতীকী মূল্যে বুঝিয়ে দিবে। এটা সম্পূর্ণ খাস জমি। জমি পাওয়ার পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কিংবা নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অবকাঠামোগত কাজ শুরু করবে। এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির [illegible] প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। [illegible] পরিকল্পনা কমিশনের [illegible] অবকাঠামো বিভাগ [illegible] মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি [illegible] নির্মিত হতে যাচ্ছে এ নভোথিয়েটার।

[illegible] দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে নভোথিয়েটার [illegible] হিসেবে [illegible] বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক [illegible] রাজশাহী নভোথিয়েটার [illegible] হিসেবে [illegible] প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ [illegible]

দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীর বাইরে রাজশাহীতে প্রথম এ নভোথিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। গত বছরের আগস্টে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী স্থাপন প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। এরপর ডিসেম্বর মাসে একনেকে পাঠানোর আগে পরিকল্পনামন্ত্রীর সম্মতির জন্য সারসংক্ষেপ পাঠানো হয়। সব প্রক্রিয়া শেষে গত ফেব্রুয়ারি মাসে একনেক সভার কার্যতালিকায় প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২২১ কোটি তিন লাখ টাকা। এর পুরোটাই ব্যয় হবে সরকারী অর্থায়নে। ২০১৫ সালের জুন থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, জনমনে বিজ্ঞান সম্পর্কিত সুস্পষ্ট আচরণ নিবিষ্ট করা ও সমাজ থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস দূর করা, নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের পটভূমি ও গ্রহণের যৌক্তিকতা হিসেবে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন প্রজন্মের জন্য আধুনিক শিক্ষার অংশ হিসেবে স্পেস এডুকেশন (মহাকাশ বিষয়ক শিক্ষা) অপরিহার্য। স্পেস সায়েন্সের গুরুত্ব বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে বিজ্ঞান যাদুঘর ও ডিজিটাল প্ল্যানেটোরিয়াম বা নভোথিয়েটার [illegible] বিজ্ঞান শিক্ষাকে [illegible] বিবেচনায় প্রকল্পটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রকল্পের পটভূমিতে বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত নভোথিয়েটারে আধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল প্রজেক্টর সিস্টেমসহ প্ল্যানেটোরিয়াম, সায়েন্টিফিক ও ডিজিটাল এক্সিবিটস, ৫ডি সিমিউলেশন থিয়েটার, টেলিস্কোপ, কম্পিউটারাইজড অটোমেটিক টিকেটিং এ্যান্ড ডেকোরেটিং সিস্টেম সুবিধা থাকবে বলে জানা গেছে। বিশ্বমানের আধুনিক প্রযুক্তির নভোথিয়েটার নির্মাণের জন্য কারিগরি কমিটিকে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় নভোথিয়েটার পরিদর্শন করা হয়। নভোথিয়েটারটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া নভোথিয়েটারের নকশা, যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন, কমিশনিং, ইনস্টলেশন ইত্যাদির জন্য কনসাল্টিং ফার্মও নিয়োগ দেয়া হবে বলে জানা গেছে।

বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিশেষত স্পেস সম্পর্কিত জ্ঞান সর্বসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয় করা, বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করতে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রীরও গাইডলাইন রয়েছে। রাজশাহীতে নভোথিয়েটার হলে এটি হবে দেশের দ্বিতীয় নভোথিয়েটার। দেশের প্রথম ও বর্তমানে একমাত্র নভোথিয়েটার হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার। এদিকে প্ল্যানেটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধুর জীবন সংগ্রামের ওপর প্রদর্শনীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এ জন্য নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর ওপর ৩০ মিনিটের একটি ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে। ঢাকার নভোথিয়েটারের পাশাপাশি রাজশাহীর নভোথিয়েটারেও তা প্রদর্শন করা হবে।